R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্রেনাইড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন ঃ ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ
৪৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
১লা মে, ২০০২ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ঃ ৫০ টাকা

পুরপতি অপসারনের খবর নিছক গুজব, প্রায় আড়াই কোটি টাকার উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলেন সওদাগর আলি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরসভা এলাকায় উন্নয়ন বহুদিন ধরেই স্তব্ধ ছিল। বর্তমানে শহরের বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নে দু' কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার কাজ হবে বলে কংগ্রেস পুরপতি সওদাগর আলি জানান। সম্প্রতি তাকে পুরপতি পদ থেকে অপসারণ করতে জেলা কংগ্রেস মহলে জল্পনা-কল্পনা চললেও সওদাগর তাকে গুজব বলে আখ্যা দিলেন। তাঁর মতে এটা তার বিরোধী কমিশনারদের একটা অপচেষ্টা। শহরকে আধুনিক রূপদান করতে সামসেরগঞ্জ থানার সামনে চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সুপরিকল্পিত সব্জি বাজার ও তার সংলগ্ন স্থানে সুপার মার্কেট তৈরী করবে পুরসভা। পুরসভা ব্যাঙ্ক থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে গঙ্গার ধারে স্নানঘাট, কাপড় ছাড়ার ঘর-সহ শৌচাগার নির্মাণ করবে। ধুলিয়ানবাসীকে আয়রন ও আর্সেনিকমুক্ত জল খাওয়ানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুরপতি। তেরো লক্ষ টাকা খরচ করে পরিশ্রুত জল সরবরাহের কাজ চলছে বলে সওদাগর জানান। তিনি বলেন, বিগত (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘির খুনের ঘটনায় ধৃত ৭, বিধায়কের নেতৃত্বে থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ এপ্রিল দীর্ঘদিনির বৈষয়িক ও রাজনৈতিক বিবাদ থেকে সাগরদীঘির রসবেলুড়িয়া গ্রামের ভজহরি দাস খুন হলেন। ভজহরির সঙ্গী ষষ্ঠী দাস আশংকাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। খবরে প্রকাশ, ঐদিন অভিযুক্ত অক্ষয় দাস, নাসিরুদ্দিন, অশ্বিনী দলুই এবং শ্যামল দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ভজহরিদের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করায় পুলিশ পরে আরও তিনজনকে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করে। এলাকাটি আগে সিপিএমের দখলে থাকলেও ভজহরিরা সম্প্রতি সিপিএম ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেয় বলে খবর। জঙ্গিপুরের মহকুমা পুলিশ প্রশাসকের অস্থায়ী দায়িত্বে থাকা ডিএসপি ডিআইবি (বর্ডার) এ রাজ্জাক জানান (শেষ পৃষ্ঠায়)

মন্দির মসজিদ নয়, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করুন —মুখ্যমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ২১ এপ্রিল বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে আয়োজিত পঞ্চায়েত রাজ উৎসব—২০০২ এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। এই উপলক্ষে পঞ্চায়েত রাজ মেলার উদ্বোধন করে বুদ্ধদেববাবু বলেন, 'আমরা পঁচিশ বছর আগেই উপলব্ধি করেছিলাম যে রাইটার্সে বসে গ্রামীণ স্তর থেকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন করা অসম্ভব। গ্রাম পঞ্চায়েতই গ্রামের সরকার। কলকাতায় বসে সরকার চালানো যায় না বলেই আমরা রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে পঞ্চায়েতগুলিকে সরাসরি অর্থ প্রদান করে গ্রামীণ চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ থানার বিতর্কিত ওসি বদলি হলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার দোর্দণ্ড ক্ষমতার অধিকারী বলতে এতদিন মানুষ যাকে এককথায় স্বীকার করত সেই ওসি ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জী এখান থেকে বদলি হয়ে হাওড়ায় চলে গেছেন গত ২৮ এপ্রিল। তাঁর দায়িত্বে এখানে আসছেন ফরাক্কা থানার ওসি প্রণব ভট্টাচার্য্য। ধ্রুব ব্যানার্জী গত দু'বছরে এলাকার মানুষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেন। তাঁর নীতিই ছিল 'আগে ডান্ডাবিধি পরে দন্ডবিধি'। রঘুনাথগঞ্জ থানার ইতিহাসে (৩য় পৃষ্ঠায়)

নরহত্যার ধারাবাহিকতায় গাঙ্গিন, লোলিহা সবাইকে হার মানাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত মার্চ মাস থেকে সুতী-১ ব্লকের গাঙ্গিন, লোলিহা অঞ্চলে নরহত্যা শুরু হয়েছে। গত ১২ মার্চ প্রকাশ্য দিবালোকে সামান্য গ্রাম্য মনো-মালিন্যের জেরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় লালচাঁদ মন্ডলকে। তাঁর (৩য় পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে আর্সেনিক রোগীর সন্ধান মিলল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের ইমামনগরের চেনবানু খাতুন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত বলে খবর। কলকাতায় চিকিৎসার পর তিনি বর্তমানে কিছুটা সুস্থ। আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি গ্রামে গিয়ে আরো অনেকের এই রোগে আক্রান্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন

(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

প্রণাম

কালের আবর্তনে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে স্বর্গত শরৎচন্দ্র পন্ডিত দাদাঠাকুরের ১২১ তম জন্মদিবস। ১৩ই বৈশাখ একাধারে পূর্বাচল—অস্তাচল। এ এক বিরল ঘটনা। আজ তাঁহার স্মৃতি তর্পণে বসিয়া আমরা তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা ও মরমী হৃদয়ের প্রতি জানাই আমাদের প্রণতি।

'বিদূষক' হাতে নিয়ে নির্ভীক সাংবাদিকতায় তাঁহার আবির্ভাব। প্রজ্ঞার সাথে পরিহাস, বুদ্ধির সাথে তেজস্বিতা, নির্ভীকতার সাথে সহনশীলতা—আশ্চর্য সমন্বয় তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে। তাঁহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তথাপি তিনি বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকেও অগ্রাহ্য করিয়া কোনও অন্যায়ের সহিত আপোষ করেন নাই, স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পাইয়াছেন মতিলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের। তাঁহার স্বীয় সৃজনীশক্তি ও মননের ফলেই পাইয়াছিলেন সর্বস্তরের অপরিসীম শ্রদ্ধা, অগাধ ভালোবাসা। তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' —যাহার প্রোপাইটর ও কম্পোজিটর, প্রুফরিডার, ইঙ্কম্যান ছিলেন তিনি একাই। স্বাধীনচেতা মানুষ। স্বাধীনভাবে জীবন ও জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হবার অনমনীয় সংকল্প। তাঁহার সাংবাদিকতায় লক্ষ্য করা যায় তাঁহার বলিষ্ঠ মানসিকতা এবং প্রতিবাদী সাহসিকতার।

ব্যক্তিজীবনেও তিনি ছিলেন মরমী ও দরদী। সকলের অনুভূতিতে স্বর্গত দাদাঠাকুর ছিলেন অগ্নিশুদ্ধ শুচি—এক দেব দুর্লভ চরিত্র। আজ তাঁহার স্মৃতি তর্পণে বসিয়া আশীর্বাদস্বরূপ তাঁহার আদর্শবর্তিকালোকই হোক আমাদের পাথেয়।

[দাদাঠাকুরের জন্ম ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ, প্রয়াণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ। দাদাঠাকুরের প্রয়াণের পর বিভিন্ন পত্রিকা দাদাঠাকুরের সাহিত্য ও সাংবাদিকতা নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। 'যষ্ঠিমধু' এদের মধ্যে ছিল অন্যতম। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যাটি বিশেষ দাদাঠাকুর স্মৃতি তর্পণ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করেছিল 'যষ্ঠিমধু'। সেই সংখ্যায় বাংলার 'একাই একশো' সম্পাদক, সাংবাদিক দাদাঠাকুরের বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত লেখকরা কবিতায় ও গদ্যে নিবেদন করেছিলেন শ্রদ্ধাঞ্জলী, মনীষ ঘটক ছিলেন এদের মধ্যে। কল্লোল যুগের এই প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিকদের এবার জন্ম শতবর্ষ চলছে। বহরমপুর থেকে তাঁর সম্পাদিত 'বর্তিকা' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। 'যষ্ঠিমধু' থেকে সেই কবিতাটি এবারের দাদাঠাকুরের স্মৃতিতর্পণে নিবেদিন হলো।—সংকলক]

৺শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

মনীষ ঘটক

হাস্য পরিহাসে সিদ্ধ, তবুও ছিলে না
বয়স্য কখনো, কোনো অজ্ঞাত নৃপের
কুকর্মের সমর্থক শ্লোক নির্মাণের
অপকর্মে রত ছিলে, নজীর মিলে না।
ব্যক্তিগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত যত
অসৈরণ অনাচার সাধায়ও মত
নির্মম সুতীক্ষ্ণ শ্লেষে করেছ জর্জর
পাশুপত অস্ত্রধারী হে বীর প্রবর।

চারিত্র্য দুর্ভেদ্য বর্ম, নির্লোভ ব্রাহ্মণ
জ্বলিত তোমার ভালে হরকোপানল!
কপর্দকহীন তুমি, যবে নিঃসম্বল
হেলায় ঠেলেছো পায়ে সর্ব প্রলোভন।

শুধুমাত্র বিদূষক যে তোমারে কয়
সে কভু পায়নি তব সত্য পরিচয়।

[সংকলন—কৃশানু ভট্টাচার্য্য]

দাদাঠাকুর স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৩ বৈশাখ দাদাঠাকুরের জন্ম (১২৮৮) এবং মৃত্যু (১৩৭৫) দিবস। এ বছর ১৩ বৈশাখ তাঁর রচনাপাঠ, হাস্যরস ও জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয় মুর্শিদাবাদ সাহিত্য একাদেমীর নিয়মিত আসর শনিবারের বৈঠকে। অনাড়ম্বর অথচ ঋদ্ধ এই অনুষ্ঠানে রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ পাঠকক্ষে উপস্থিত সকলেই অংশ নেন।

ব্যবসায়ীর দোকানে হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ মার্চ সকাল ৯টা নাগাদ কাস্টমস্, বি·এস-এফ এবং পুলিশ যৌথভাবে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সাইদাপুরের মকবুল কমিশনের কাপড়ের দোকানে হঠাৎ হানা দেয়। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর সেখানে প্রায় ৫২ গাঁইট কাপড় পুলিশ সীজ করে গোডাউন সীল করে দেয়।

মে দিনের শপথ

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

হয়তো সেদিন ছিল বসন্তের শেষ,
কিংবা নিদাঘের দীপ্রদাহ দিন ;
ঝরে ছিল, ঝলকে ঝলকে রক্ত পলাশ
বিবর্ণ মাটির 'পরে রক্তের আলপনা।

দগ্ধ তাম্র বৈশাখী বাতাসে ছিল মিশে
শোষণের স্বেদরেণু, তাপ উত্তাপ
চেতন-স্ফুলিঙ্গে দীপ্ত সুপ্ত দাবানল
নীল দীগন্তে তার ব্যাপ্ত প্রতিভাস্।

শ্রমিকের উদ্যত মুষ্টি, উচ্চারিত
কঠিন শপথ ঃ
শুধু কাজ নয়, চাই তার নির্দিষ্ট সময়।
শোষণ পেষণে শীর্ণ লাখো শ্রমিকের
জীর্ণ পাঁজরায় ধ্যাত জীবনের গান।

অনেক রক্তের মূল্যে কেনা অধিকার,
স্বেদ অশ্রুতে সিক্ত পরম সম্পদ।
অঙ্গীকৃত, মে দিনের লাল ইস্তাহার
মেহনতী শ্রমিকের ঐক্য সংহতি।

উচ্ছেদের নির্দেশে বিডিও ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৩৪নং জাতীয় সড়কের সাজুর মোড় থেকে অরঙ্গাবাদ বাজার, মদনা হয়ে চাঁদের মোড় পর্যন্ত সরকারী জায়গায় অবৈধ জবর দখলদারদের উচ্ছেদের নির্দেশ দেয় প্রশাসন। নির্দেশের পরেই গত ১০ এপ্রিল অরঙ্গাবাদের সমস্ত ব্যবসায়ী একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করে সুতী-২ বিডিও বিদ্যুৎ সাধুকে ডেপুটেশন দেন ও ঘেরাও করে রাখেন। যদিও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশ মতো ১১ এপ্রিল থেকে যথারীতি সেখানে ধাপে ধাপে জবরদখল উচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা যায়।

পথ দুর্ঘটনায় এক পরিবারের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৬ এপ্রিল ফরাক্কা থানার এন টি পি সি মোড়ে এক দুর্ঘটনায় আরামবাগ হ্যাচারিজের শিলিগুড়ি ডিপো ম্যানেজারের পরিবারের একটি বাচ্চা ছাড়া সকলেই প্রাণ হারালেন। খবরে প্রকাশ, এন টি পি সি মোড়ে ঐ ম্যানাজারের গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটি বেল্ডিার বোঝাই ট্রাক গাড়ীর পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ম্যানেজারের মারুতি গাড়ী সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রলারের নীচে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই একটি বাচ্চা ছাড়া পরিবারের চার সদস্য প্রাণ হারান।

বিড়ি শ্রমিকদের পি এফ জমা না দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিভিন্ন বিড়ি কোম্পানীর বিড়ি মুন্সীরা শ্রমিকদের পি এফের টাকা জমা দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সম্মতিনগরের বিড়ি মুন্সী প্রফুল্ল সরকারের নামেও এমন অভিযোগ উঠেছে। তিনি নাকি শ্রমিকদের কাছ থেকে ১০ টাকা হারে পি এফ কাটলেও কোন কাগজপত্র দেন না। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, তিনি জোতসুন্দর ও নবাবজায়গীর গ্রামে একইভাবে পাঁচ-ছয় বছর ধরে প্রায় ৮২ জন শ্রমিককে দিয়ে বিড়ি তোলাতেন, কিন্তু গত ডিসেম্বরে শ্রমিকেরা পি এফের টাকা তুলতে গেলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, মহকুমায় এরূপ অসৎ মুন্সীদের বিরুদ্ধে কেউ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় শ্রমিকরা দিন দিন শোষিত হচ্ছে।

ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারদের অবস্থানে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ এপ্রিল ষ্ট্যাম্প ভেন্ডারদের সিটুর নিয়ন্ত্রাধীন এ্যাসোসিয়েশন সারা রাজ্যে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করে। বহরমপুরে জেলার ষ্ট্যাম্প ভেন্ডাররা ঐ দিন জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতির দপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করেন। এই ধর্ণা সকাল ১০টা থেকে বেলা ৫টা পর্যন্ত চলে। জেলা কমিটির পক্ষে ঐ বিক্ষোভ সভায় ফ্রাঙ্কিং মেসিন ব্যবহার, ভেন্ডারদের ষ্ট্যাম্প বিক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও মৃত ভেন্ডারদের নিকট আত্মীয়দের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংশোধনের দাবী ছাড়াও ষ্ট্যাম্প ভেন্ডারদের বেতন ব্যবস্থা চালুর জন্য বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা। জঙ্গিপুর মহকুমার এক ষ্ট্যাম্প ভেন্ডারের শিশু কন্যা ভেন্ডারদের ভবিষ্যতের হৃদয়স্পর্শ বক্তব্য রেখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিকালে বিক্ষোভ শেষে ভেন্ডাররা অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) কে তাঁদের দাবীপত্র পেশ করেন।

সবাইকে হার মানাচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

গাঙ্গিনের বাড়ীতে একদল দুষ্কৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। এলাকায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে গাঙ্গিনের সমর দাস, মুলুকচাঁদ দাস এবং লোলিহার পল্টু দাস, ধীরেন দাস এখন গ্রাম ছাড়া। এলাকার আহিরণ, সোনারপুর, সাদিকপুর, ঘোড়াপাখিয়া ইত্যাদি গ্রামে এদের অবাধ হুমকী, মস্তানী। বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকায় এদের কিছুই হয় না বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। সুতী থানার নাদাই গ্রামে গ্রাম্য দলাদলি থেকে কংগ্রেসের অজয় মন্ডল গত ১৫ এপ্রিল দুষ্কৃতিদের হাতে খুন হলেন। এব্যাপারে অজয়ের পরিবার জনৈক চতুরানন মন্ডলকে অপরাধী মনে করছেন বলে জানা যায়। বর্তমানে চতুরানন পলাতক।

ওসি বদলি হলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

এধরনের অসৎ অথচ প্রবল ক্ষমতায় গর্বিত পুলিশ কর্মী এর আগে কোনদিন আসেননি বলে অভিজ্ঞ মানুষের ধারণা। হাত পা ভেঙ্গে দিয়ে, বাড়ি ঘর ভেঙে দিয়ে, থানায় ডেকে এনে দিনের পর দিন হাজতে আটকে রেখে, ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে যথেচ্ছভাবে তাদের গাড়ি ব্যবহার করা এছাড়াও স্থানীয় নেতাদের হাতে রেখে এখানে দিনের পর দিন নানা কুকর্ম করে গেছেন এই পুলিশ কর্মী। তাঁর বদলিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি এসেছে বলে খবর। এই দুর্নীতিগ্রস্থ পুলিশ অফিসারের নানা কুকীর্তির খবর জঙ্গিপুর সংবাদে বার হওয়ায় ধুব ব্যানার্জী পত্রিকা সম্পাদকের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর আদালতে ১০ লক্ষ টাকা মানি সুটের একটি মামলা (মোকর্দমা নং ৩) করেন। আগামী ২২ মে ২০০২ মামলার দিন ধার্য হয়েছে।

বিডিও অফিসের গাড়ী অন্য কাজেও ব্যবহার হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী ১ ব্লকের বিডিওর ব্যবহৃত গাড়ী সাধারণ কাজেও ব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁর গাড়ী অফিসের প্রায় কর্মীই বাজার হাট, বাচ্চাকে স্কুলে দিতে ও নিতে যাওয়া ইত্যাদি সব কাজেই নাকি ব্যবহার করছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সাধারণ মানুষ।

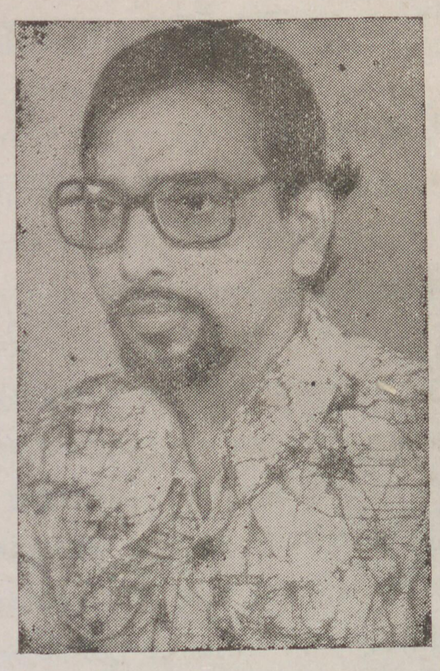

গল্পকার কুনালকান্তি দের গল্প সংকলন (১২টি গল্প)

'অন্তরাদির কথা'

প্রকাশিত হ'লো। দাম ২৫ টাকা

গৃহশিক্ষকের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত

সুজিতকুমার ধর

বি, এসসি (ফিজিক্স) বি, এড, বি, লিভ সায়েন্স

কম্পুটার (হার্ড ইঞ্জিনীয়ার)

জঙ্গীপুর (বাবুবাজার) বাসন্তীতলা

(গোফুরপুর পোষ্ট অফিসের কাছে এজেন্ট বৃন্দাবন ধরের দোকানে খোঁজ করুন)

এফিডেবিট

আমরা বিন্দু রজক, সুশীল রজক, শরৎ রজক, সাধনা রজক ও শিবা রজক, গ্রাম লালপুর, পোঃ ধুলিয়ান, থানা সামসেরগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ; ইংরাজী ২২/৪/২০০২ জঙ্গিপুর আদালতে এফিডেবিট বলে আমাদের সকলের পদবী রজকের স্থলে সরকার নামে পরিচিত হইলাম।

এফিডেবিট

আমরা সূর্য্যদেবী রজক, সুমিত্রা রজক, সুজিত রজক ও মাধবী রজক কোয়াটার নং OH 3, No. 2 কলোনী, পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, জেলা মুর্শিদাবাদ ; ইংরাজী ২২/৪/২০০২ জঙ্গিপুর আদালতে এফিডেবিট বলে আমাদের সকলের পদবী রজকের স্থলে সরকার নামে পরিচিত হইলাম।

এফিডেবিট

আমরা কালাচাঁদ রজক, মিনতি রজক, সঞ্জয় রজক, সঞ্জিত রজক, বিশ্বজিৎ রজক ও বাসন্তী রজক, কোয়াটার নং C 1, No. 2 কলোনী, পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, জেলা মুর্শিদাবাদ ; ইংরাজী ২২/৪/২০০২ জঙ্গিপুর আদালতে এফিডেবিট বলে আমাদের সকলের পদবী রজকের স্থলে সরকার নামে পরিচিত হইলাম।

পুরপতি অপসারণের খবর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পৌরবোর্ড ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে তৎকালীন পুরপতি শহরের উন্নয়নে খরচ দেখিয়েছিলেন আট কোটি টাকা। কিন্তু উন্নয়ন মানুষের চোখে পড়েনি। যদিও বিগত বোর্ডও ছিল কংগ্রেস পরিচালিত। এছাড়া স্বল্প খরচে শহরবাসীদের এক হাজার পায়খানা দেওয়া হবে, যাতে পুরসভার খরচ হবে ষাট লক্ষ টাকা। তবে সওদাগরের নেতৃত্বে পুরবোর্ড ভবিষ্যতে কতটা কাজ করতে পারবে সে ব্যাপারে অবশ্য পুরবাসীরা গভীর সংশয়ে রয়েছেন। কারণ পূর্বতন কংগ্রেসী পুরবোর্ডের উন্নয়নের ধারার অভিজ্ঞতা শহরবাসীর বড়ই তিক্ত।

সাগরদীঘির খুনের ঘটনায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই খুনের মোটিভ মূলতঃ গ্রাম্য রেষারেষি, গ্রেপ্তার মোট ৭ জন। গ্রামে পুলিশ পিকেটও আছে। অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপিএমের পক্ষ থেকে বিধায়ক পরেশ দাস, জ্যোতিরূপ ব্যানার্জী, মোহন চ্যাটার্জী (২ জনই এলসিএস), জোনাল সম্পাদক সুনীল ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে বহু সিপিএম সমর্থক গত ২৫ এপ্রিল সাগরদীঘি থানায় এক ডেপুটেশন দেন। সেখানে জঙ্গিপুরের অস্থায়ী এসডিপিও এবং সিআই-ও ছিলেন। সিপিএমের দাবী পুলিশ চক্রান্ত করে নির্দোষ অশ্বিনী দলুই ও নাসিরুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এ ব্যাপারে আগামী ৫ মে এসডিপিও সিপিএমের ডেপুটেশন নিয়ে আলোচনায় বসবেন বলে জানা যায়। কয়েক হাজার লোক নিয়ে সি পি এম সেদিন সাগরদীঘি থানার সামনে এক জমায়েত করে। সেখানে দলের জেলা কমিটির সদস্য আইমুদ্দিন সেখ প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মহঃ সোহরাব জানান, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যায়। গ্রামের অবস্থা থমথমে। মৃত পরিবারকে আমরা সমবেদনা জ্যানায়। তবে আর্থিক সাহায্যের কোন প্রতিশ্রুতি এখনও দেয়া হয়নি।

মন্দির মসজিদ নয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চায়েত সরকার হলো সাধারণের সরকার, যার মধ্যে ত্রিশ শতাংশ গ্রামীণ মহিলাও যুক্ত।' মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'বামফ্রন্ট রাজনীতিতে জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় মতামতকে গুরুত্ব দেয় না। আমাদের লড়াই মন্দির মসজিদ নিয়ে নয়, আমাদের লড়াই দারিদ্রের বিরুদ্ধে।' তিনি বলেন, 'বামফ্রন্ট মানুষের বহু উপকার করলেও আমাদের আরও অনেক কাজ বাকী। বহু দরিদ্র ও দলিত মানুষের চোখের জল মোছানো বাকী আছে। তবুও রাজ্যে খাদ্য উৎপাদন উদ্বৃত্ত, শিক্ষাক্ষেত্রে সত্তর শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। এই হারকে আমাদের একশো শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। গুজরাটের দাঙ্গা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেববাবু বলেন, 'সেখানকার ঘটনা বিশ্বের কাছে আমাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছে। আর আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশের গর্ব করতে পারছি না। রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়, শাসনযন্ত্র যদি মারণযন্ত্র হয়, সে দেশের অগ্রগতি স্তব্ধ হতে বাধ্য। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম সমস্যা গঙ্গা-পদ্মার ভাঙ্গন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানান। সভায় জেলা পরিষদের সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারী জেলার উন্নয়নের প্রতিবেদনের সবিস্তার আলোচনা করতে গিয়ে জঙ্গিপুরে ভাগীরথী সেতু, সবুজ দ্বীপ, মুক্তমঞ্চ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, হাসপাতালে সুলভ বিশ্রামাগার, পুর লজ, কমিউনিটি সেন্টারের উল্লেখ করেন। সভাতে এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আনিসুর রহমান, সেচমন্ত্রী অমলেন্দ্রলাল রায়, বাজার বিপণনমন্ত্রী ছায়া ঘোষ, কারা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, মন্ত্রী মহঃ সেলিম, জেলা সম্পাদক মধু বাগ প্রমুখ ব্যক্তিরা বামফ্রন্টের পঁচিশ বছরের কর্মকান্ডের উপর বক্তব্য রাখেন।

আর্সেনিক রোগীর সন্ধান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছেন। এর মধ্যে জোতকমলের সঞ্জয় হাজরা, বড়শিমুলের জোতসুন্দর গ্রামের নায়েদা খাতুন প্রমুখ এ রোগে আক্রান্ত বলে জানা যায়। সঞ্জয়ের শরীরের চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত ঝরছে। পঞ্চায়েত ও প্রশাসন থেকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে অবস্থা ভয়ংকর হতে পারে বলে এলাকার মানুষের ধারণা।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—
মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান
বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের
প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট
মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী,
গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী,
তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া
যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়
নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের
লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০
প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।